

॥ शिवः ॐ ॥

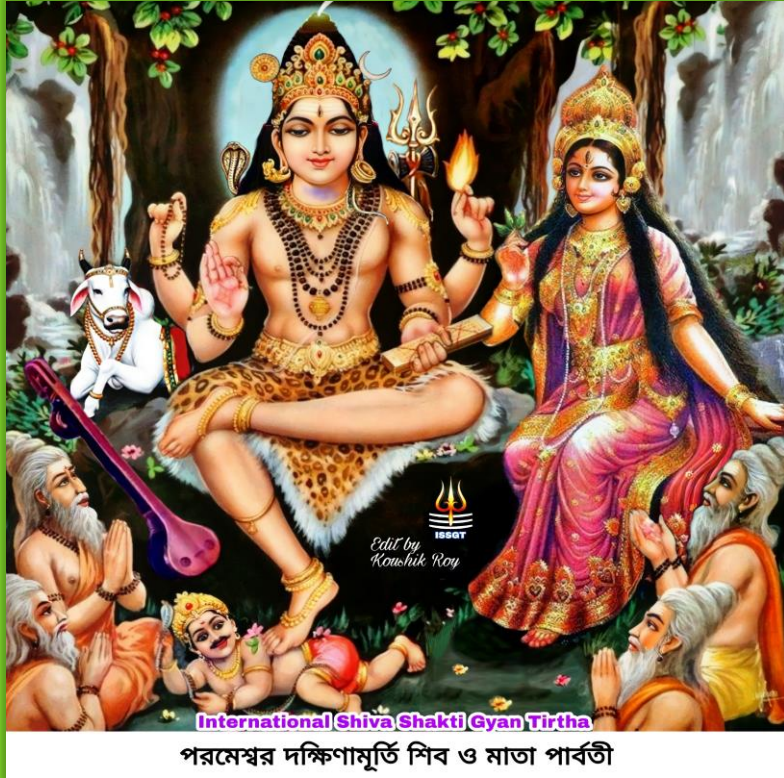


শৈব ধর্ম ও শৈবনীতি

শৈব উপনিষদ

শ্রী শ্রী দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ

[মূল শ্লোক এবং বঙ্গানুবাদ সহ]



পরমেশ্বর দক্ষিণামূর্তি শিব ও মাতা পার্বতী

অনুবাদক — শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী

<https://issgt100.blogspot.com>

<https://shaivadharmawordpress.com>

প্রকাশনায় :

International Shiva Shakti Gyan Tirtha

(আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ)

[Mobile Friendly Free E-Book Version]

(সম্পূর্ণ বিনামূল্যে)

॥ ॐ পার্বতীপতয়ে নমোহস্তু।।

• অনুবাদক:-

শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী

Email :- issgt108@gmail.com

• পুস্তক সম্পাদনায়:-

শ্রী সৌম্যনাথ শৈবজী



শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী
(মহা পাশুপত অবধূতপরম্পরা)
, শৈব-সনাতন ধর্ম প্রচারক, শৈব আচার্য,
সভাপতি,, প্রতিষ্ঠাতা ISSGT,
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

To visit Our Blog scan this QR Code

প্রথম সংস্করণ – জুলাই (শ্রাবণ) , ২০২৪ (১৪৩১)

শ্রী শ্রী গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে এই উপনিষদ প্রকাশিত হল।



প্রকাশনায়:-

International Shiva Shakti Gyan Tirtha - ISSGT

Blog link – <https://issgt100.blogspot.com> 2024. All rights reserved..

অনুবাদের নিবেদন : -

প্রভু মহেশ্বরের ইচ্ছাতে তার নিঃস্বাস স্বরূপ হতেই চার বেদ প্রকটিত হয়েছে। সেই বেদেরই সিদ্ধান্ত ভাগ অর্থাৎ বেদান্ত তথা উপনিষদ সম্পর্কে আমরা সনাতনীর সর্বকালেই কম বেশি অবগত আছি। কিন্তু আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে কলিকালে সেভাবে কখনোই শৈব শাস্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয়নি। International Shiva Shakti Gyan Tirtha (ISSGT) - এর পক্ষ থেকে আমি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় শৈব উপনিষদ -এর অনুবাদ করার পবিত্র কার্যে ২০২২ সালে প্রথমবার হাত দিয়েছিলাম।

বাংলায় তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশির ভাগ স্থানেই শৈব শাস্ত্রের উপর খুবই অল্প সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে গুহ্য শিবজ্ঞান চিরকালের মতো গুহ্যই রয়ে গিয়েছে।

পরমেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য বেদে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা সম্পর্কে আজও সনাতনী সমাজ অবগত নন। অনেকে বিভিন্ন গুজবের শিকার হয়ে এটা ভেবে বসে আছেন যে, বেদ শাস্ত্রে ‘শিব’ নামটুকু পর্যন্ত নেই। তার ফলস্বরূপ বর্তমানে শিব সম্পর্কে বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণা ও গুজব সমাজের বুকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যার মধ্যে কিছু অপসম্প্রদায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করাবার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল দ্বারা পরমেশ্বর শিবের নিন্দা করে চলেছে। প্রকৃত মান্য শাস্ত্রের অনুশাসনের অভাবে তারা শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের সমক্ষে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত অলীক কাল্পনিক কাহিনী ও তার সাথে অপযুক্তি দিয়ে পরমেশ্বর শিবকে নিন্দা করে ও তার মহিমা ক্ষুণ্ণ করে জনসাধারণের কাছে শিব সম্পর্কে একটি অসত্য চিত্তধারাকে স্থাপন করার প্রচেষ্টায় রত হয়েছে, যেহেতু বেশিরভাগ জনসাধারণ শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত নন, সেহেতু তারা অপপ্রচারকারীদের অপযুক্তির বিপক্ষে কিছু জবাব দিতে না পেরে সেই অপযুক্তিগুলিকে বিশ্বাস করে নিতে বাধ্য হন। এভাবেই দীর্ঘকাল ধরে পরমেশ্বর শিবের মহিমাকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে আসছে।

কিন্তু সেই সমস্ত অপপ্রচারকারীদের থেকে সনাতনী সমাজকে রক্ষা করাবার জন্য এবং তাদের কাছে শাস্ত্রের আলো পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবস্থা করতে আমরা শৈব সনাতনীগণেরা সর্বদাই প্রস্তুত। সেই উদ্দেশ্যকেই সফল করার নিমিত্তে শ্রীগুরুর অদৃশ্য ইচ্ছায় ও তার মহাকৃপায় ISSGT এর পক্ষ থেকে আমি পূর্বে পরমপবিত্র **“শরভ উপনিষদ”** অনুবাদ কার্য সম্পাদন করেছিলাম। যা অনলাইনে ই-বুক আকারে ২০২২ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এখন পুনরায় সেই সমস্ত শৈব শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম **কৃষ্ণ-যজুর্বেদ**-এর অন্তর্গত শৈব উপনিষদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মহারত্নতুল্য পরম পবিত্র দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ বাংলা ভাষাতে সহজ সরল ভাবে অনুবাদ করতে ব্রতী হয়েছি। এই দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ পুস্তকে উপনিষদের মূল

আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রভু দক্ষিণামূর্তি শিবের ভক্তিমূলক আখ্যান ও একটি দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্র যুক্ত করা হয়েছে। যাতে এই শাস্ত্র পুস্তক পাঠকারী ব্যক্তি প্রভু শিবের দক্ষিণামূর্তি স্বরূপের বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে ও স্তোত্র পাঠের দ্বারা পরমেশ্বর শিবের কৃপা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

পরবর্তীতে অন্যান্য শৈব উপনিষদ গুলির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে পারব বলে আশা রাখছি।

এই দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ সাক্ষাৎ ঐতিহাসিক, অর্থাৎ বেদবাক্য। কারণ, মুক্তিকা উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ডের ৩৪নং মন্ত্র “দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাহবয়ম্”-এ দক্ষিণামূর্তি উপনিষদের উল্লেখ রয়েছে। এরই সাথে মুক্তিকা উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় খণ্ডের ৩য় নং মন্ত্র **“দক্ষিণামূর্তি... কৃষ্ণযজুর্বেদগতানাং...সহ নাববহ্নিঃ শান্তিঃ”** – এ দক্ষিণামূর্তি উপনিষদকে কৃষ্ণ যজুর্বেদ – এর অন্তর্গত বলা হয়েছে। এই উপনিষদের শাস্তি মন্ত্র হল – “সহ নাববহ্নুঃ” ইত্যাদি বেদমন্ত্র ।

সুতরাং এই দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ শাস্ত্রে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বাক্য সর্বাগ্রে মান্য।

এই মহারত্নের ন্যায় মঙ্গলকারী দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ অধ্যয়নকারী ব্যক্তির শিবজ্ঞান বর্ধিত হোক, এই প্রার্থনা করে এই দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ টি পরমেশ্বর শিবের আঁচরণকমলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। ॐ শিবপূজামস্তু ॥

- শ্রীনন্দীনাথ শৈব আচার্য, প্রতিষ্ঠাতা,

আন্তর্জাতিক শিবশক্তি জ্ঞানগীর্থ (ISSGT)

সূচিপত্র :-

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ মূল আলোচ্য বিষয়	৫-১৪
২.	শ্রীগুরু দক্ষিণামূর্তি শিবের পরমপবিত্র আখ্যান (সংহিতাশ্রবক ক্ষুদ্রপুরাণোক্ত)	১৬-১৭
৩.	শ্রীগুরু দক্ষিণামূর্তি শিবের স্তোত্র	১৮-২০



পরমেশ্বর দক্ষিণামূর্তি শিব ও মাতা পার্বতী

১. দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ মূল আলোচ্য বিষয়ঃ-

॥ অথ দক্ষিণামূর্তুপনিষৎ ॥

॥ শিবঃ ॐ ॥

ॐ গণেশায় নমঃ । শ্রী গুরবে নমঃ । নমঃ শিবায় ।

ॐ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্য করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমন্তু মা
বিদ্বিষাবহৈ ॥

তমীশানং জগতঃ তত্ত্বষস্পতিং ধিযঞ্জিষ্মবসে হুমহে বযম্।

পৃষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদক্কঃ স্বভ্যে ॥

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্তু ॥

॥ ॐ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ দক্ষিণামূর্তুপনিষৎ ॥

“ॐ ব্রহ্মাবর্তে মহাভাগীরবটমূলে মহাসত্রায় সমেতা মহর্ষয়ঃ শৌনকাদয়ন্তে হ
সমিৎপাণয়ন্তত্বজিজ্ঞাসবো মার্কণ্ডেয়ং চিরংজীবিনমুপসমেত্য পপ্রচ্ছুঃ কেন ত্বং চিরং জীবসি
কেন বানন্দমনুভবসীতি । ॥১॥”

সরলার্থ : একবার ব্রহ্মাবর্তদেশে মহাভাগুবীর নামের একটি বট বৃক্ষের নীচে শৌনকাদি মহর্ষিগণ দীর্ঘদিন
ধরে চলা এমন যজ্ঞ প্রারম্ভ করলেন । (সেই মুহূর্তে) শৌনকাদি ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য
সমিৎপাণি হয়ে চিরঞ্জীবী মার্কণ্ডেয় ঋষির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন। হে মহর্ষি ! আপনি
চিরঞ্জীবী কিভাবে হলেন এবং কিভাবে অপার আনন্দের অনুভূতি অনুভব করেন ? ॥ ১ ॥

“পরমরহস্যশিবতত্ত্বজ্ঞানেতি স হোবাচ ॥ ২ ॥

কিং তৎপরমরহস্যশিবতত্ত্বজ্ঞানম্ । তত্র কো দেবঃ কে মন্ত্রাঃ ।

কো জপঃ । কা মুদ্রা কা নিষ্ঠা । কিং তজ্ঞানসাধনম্ ।

কঃ পরিকরঃ । কো বলিঃ । কঃ কালঃ । কিং তৎস্থানমিতি ॥ ৩ ॥”

সরলার্থ : তিনি বললেন, যে, তার চিরঞ্জীবী হওয়ার কারণ হল পরমগুপ্ত শিবতত্ত্ব -এর জ্ঞান ।
ঋষিগণেরা জিজ্ঞাসা করলেন " সেই পরম রহস্যময় শিবতত্ত্বের জ্ঞান কি প্রকার ? " তার দেবতা কে ?
তার মন্ত্র কোনটি ? তার জপ মন্ত্র কোনটি ? তার জন্য মুদ্রা কোনটি ? তার নিষ্ঠা কোন প্রকার ? সেই
জ্ঞানের সাধন কি কি ? তার পরিকর কি ? তার বলি কি ? তার জন্য সময় কি ? তার স্থান কি ? ॥ ২-
৩ ॥

“স হোবাচ । যেন দক্ষিণামুখঃ শিবোহপরোক্ষীকৃতো ভবতি তৎপরমরহস্যশিবতত্ত্বজ্ঞানম্ ॥৪॥

যঃ সর্বোপরমে কালে সর্বানাত্মন্যুপসংহত্য স্বাত্মানন্দসুখে মোদতে প্রকাশতে বা স দেবঃ ॥৫॥”

সরলার্থ : সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন, যার দ্বারা দক্ষিণামুখ শিবের প্রাকট্য হয়ে থাকে, সেটিই পরম
রহস্যময় শিব তত্ত্বের জ্ঞান । যা সৃষ্টির অন্তে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের মধ্যে বিলীন করে নিজ আত্মাতেই
আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশিত থাকেন । তিনিই হলেন এই জ্ঞানের দেবতা ॥ ৪-৫ ॥

“অত্রৈতে মন্ত্ররহস্যকা ভবন্তি । মেধা দক্ষিণামূর্তিমন্ত্র্য ব্রহ্মা ঋষিঃ । গায়ত্রী ছন্দঃ । দেবতা

দক্ষিণাস্য মন্ত্রেণাঙ্গন্যাসঃ ॥ ৬ ॥”

সরলার্থ : এখন মন্ত্রের রহস্যকে প্রকট করার শ্লোক বলা হচ্ছে, এই মেধা দক্ষিণামূর্তি মন্ত্রের ঋষি হলেন

ব্রহ্মা, গায়ত্রী ছন্দ এবং দক্ষিণা মুখ দেবতা। মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস করা উচিত ॥ ৬ ॥

“ॐ আদৌ নম উচ্চার্য ততো ভগবতে পদম্ দক্ষিণেতি পদং পঞ্চান্মূর্তয়ে পদমুদ্বরেৎ
অস্মচ্ছব্দং চতুর্থ্যন্তং মেধা প্রজ্ঞাং পদং বদেৎ প্রমুচ্চার্য ততো বায়ুবীজং ছ্বং ততঃ পঠেৎ

অগ্নিজায়াং ততস্তেষ চতুর্বিংশাক্ষরো মনুঃ ॥ ৭ ॥”

সরলার্থ : সবার প্রথমে 'ॐ নমঃ' শব্দের উচ্চারণ করে তারপর 'ভগবতে' পদের উচ্চারণ করে, পুনরায় 'দক্ষিণা' এই পদ বলবে, অতঃপর 'মূর্তয়ে' পদ কে বলবে , এরপর অস্মদ শব্দের চতুর্থীর একবচন অর্থাৎ 'মহ্যং' পদ বলবে তথা পরে 'মেধাং প্রজ্ঞাং' পদের উচ্চারণ করে পুনঃ 'প' -এর উচ্চারণ করে তখন বায়ু বীজ 'য' -এর উচ্চারণ করে প্রথমে 'ছ' পদ বলবে, সবার শেষে অগ্নির স্ত্রী অর্থাৎ 'স্বাহা' পদ বলবে । এই প্রকার চব্বিশ অক্ষরের এটি মনু মন্ত্র হয়ে থাকে ॥ ৭ ॥

[এইভাবে এই মন্ত্রটি হয়ে ওঠে 'ॐ নমঃ ভগবতে দক্ষিণামূর্তে মহ্যং মেধাং প্রজ্ঞাং প্রয়চ্ছ স্বাহা']

“। ধ্যানম্ ।

স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালা মমৃতকলশবিদ্যাং জ্ঞানমুদ্রাং করাগ্রে ।

দধতমুরগকশ্যং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৮ ॥”

সরলার্থ :

॥ ধ্যান ॥

আমি স্ফটিকমনি এবং রজতসদৃশ শুভ্র বর্ণ সম্পন্ন দক্ষিণামূর্তি পরমেশ্বর শিবের স্তুতি করছি, যার হাতে ক্রমশঃ জ্ঞানমুদ্রা অমৃততত্ত্বদায়িনী বিদ্যা তথা মুক্তির মালা রয়েছে, যিনি ত্রিনেত্রধারী, যার উন্নত মস্তকের উপর চন্দ্র নিবাস করছেন তথা যার কটিভাগে সর্প বিরাজমান এবং যিনি বিবিধ প্রকারের বেশ ধারণ করে থাকেন, আমি সেই প্রভু দক্ষিণামূর্তির ধ্যান করি ॥ ৮ ॥

“। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ ।

‘আদৌ বেদাদিমুচ্চার্য স্বরাদ্যং সবিসর্গকম্ ।

পঞ্চার্ণং তত উদ্ধৃত্য অতরং সবিসর্গকম্ অন্তে সমুদ্ধরেত্তারং মনুরেষ নবাক্ষরং ॥ ৯ ॥”

সরলার্থ : এই মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করবে, প্রারম্ভে বেদের আদি অক্ষর ॐ -এর উচ্চারণ করে স্বরকে আদি অক্ষরের বিসর্গের সাথে বলবে, পুনঃ পঞ্চার্ণ অর্থাৎ 'দক্ষিণামূর্তিঃ' পদের উচ্চারণ করবে । তারপর বিসর্গের সাথে অন্তর এই পদের উচ্চারণ করে তথা শেষে 'তার' অর্থাৎ 'ॐ' শব্দের উচ্চারণ করবে। এটি নবাক্ষরী মনু মন্ত্র ॥ ৯ ॥

[মন্ত্র এই প্রকার - ॐ দক্ষিণামূর্তিরতরোং]

“মুদ্রাং ভদ্রার্থদাত্রীং স পরশুহরিণং বাহুভির্বাহুমেকং জান্বাসত্তং দধানো

ভুজগবিলসমাবদ্ধকক্ষ্যে বটাধঃ ।”

“আসীনশ্চন্দ্রখণ্ডপ্রতিঘটিতজটাক্ষীরগৌরস্ত্রিনেত্রো দদ্যাদাদ্যঃ শুকাদৈর্মুনিভিরভিবৃত্তো

ভাবশুদ্ধিং ভবো নঃ ॥ ১০ ॥”

সরলার্থ :

॥ ধ্যান ॥

যিনি এক হাতে অভয় মুদ্রা তথা দুই হাতে স্পর্শ এবং হরিণ (মৃগীমুদ্রা), একটি হাত জঙ্ঘার উপর রেখেছেন, যিনি বটবৃক্ষের নিচে বিরাজমান হয়ে আছেন, যিনি কটিভাগের উপর নাগরাজ কে ধারণ করেন তথা দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্র যার জটাতে সুশোভিত থাকে। দুধের সমান গৌর বর্ণ, ত্রিনেত্র ধারী তথা শুক আদি মুনিগণের দ্বারা আবৃত ভগবান শঙ্করকে আমি ধ্যান করি । তিনি আমার ভাবনাকে শুদ্ধ করে সদৃশ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

“মন্ত্রেণ ন্যাসঃ ব্রহ্মর্ষিন্যাস - তারং ক্লংনম উচ্চার্য মায়াং বাণ্ডবমেব চ ।

দক্ষিণাপদমুচ্চার্য ততঃ স্যান্মূর্তয়ে পদম্ ॥ ১১ ॥”

“জ্ঞানং দেহি পদং পঞ্চাদ্বিজিয়াং ততো ন্যসেৎ ।

মনুরষ্টাদশার্ণোহয়ং সর্বমন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥ ১২ ॥”

সরলার্থ : সর্বপ্রথম তারে অর্থাৎ ॐ -এর উচ্চারণ করবে, পুনঃ 'ক্লং নমঃ' বলে মায়াবীজ অর্থাৎ 'হ্রীং' বলবে, তারপর বাগবীজ 'ঐং' তথা 'দক্ষিণা' এই পদের উচ্চারণ করে, তারপর 'মূর্তয়ে' এবং 'জ্ঞানং দেহি' পদ বলবে। এরপর অগ্নির স্ত্রী অর্থাৎ 'স্বাহা' পদ বলবে। এটি ১৮ অক্ষরের মনু মন্ত্র, এটির জপ করবে। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এটি অতি গোপনীয় মন্ত্র ॥ ১১-১২ ॥

[মন্ত্রটি এই প্রকার - ॐ ক্লং নমঃ হ্রীং ঐং দক্ষিণামূর্তয়ে জ্ঞানং দেহি স্বাহা ॥]

“ভস্মব্যাপাণ্ডুরাঙ্গঃ শশিশকলধরো জ্ঞানমুদ্রাক্ষমালাবীণাপুণ্ড্রৈবিরাজৎকরকমলধরো

যোগপট্টাভিরামঃ ।

ব্যাখ্যাপীঠে নিষণ্ণো মুনিবরনিকরৈঃ সেব্যমানঃ প্রসন্নঃ সব্যালঃ কৃতিবাসাঃ সততমবতু নো

দক্ষিণামূর্তিরীশঃ ॥ ১৩ ॥”

সরলার্থ :

॥ ধ্যান ॥

ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার কারণে সমগ্র শরীর শ্বেত বর্ণে উদ্ভাসিত, যিনি চন্দ্রকলা কে (মস্তকের উপর) ধারণ করে রেখেছেন, যিনি নিজের হস্তকমলে রুদ্রাক্ষ মালা, বীণা, পুস্তক, জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করে রেখেছেন, যোগীগণের সম্মুখে পট্ট দ্বারা সুশোভিত, যিনি ব্যাখ্যাপীঠের ওপর বিরাজিত শ্রেষ্ঠ মুনিগণের দ্বারা সেবিত প্রসন্ন হয়ে মুদ্রাধারী, সর্পের দ্বারা সুশোভিত, ব্যাঘ্রচর্ম ধারী যিনি ভগবান দক্ষিণামূর্তি, সেই ভগবান সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

“মন্ত্ৰেণ ন্যাসঃ (ব্রহ্মর্ষিন্যাসঃ)

তারং পরাং রমাবীজং বদেৎসাম্বশিবায় চ ।

তুভ্যং চানলজায়াং চ মনুর্দ্বাদশবর্ণকঃ ॥ ১৪ ॥”

সরলার্থ : সর্বপ্রথম তার অর্থাৎ '৐' তারপর পরা বীজ 'হ্রীং' পুনঃ রমাবীজ 'শ্রীং' বলবে, এরপর 'সাম্বশিবায়' পুন 'তুভ্যং' আর শেষে 'স্বাহা' উচ্চারণ করবে । এই প্রকার এটি দ্বাদশ অক্ষর সম্পন্ন মনু মন্ত্র হয় ॥ ১৪ ॥

(মন্ত্রটি এই প্রকার - '৐ হ্রীং শ্রীং সাম্বশিবায় তুভ্যং স্বাহা')

“বীণাং কঠৈ পুস্তকমক্ষমালাং বিভাগমভ্রাভগলং বরাঢ্যম্ ।

ফণীন্দ্রকক্ষ্যং মুনিভিঃ শুকাঈদ্য সেব্যং বটাদিঃ কৃতনীডমীডে ॥ ১৫ ॥”

সরলার্থ :

॥ ধ্যান ॥

যে ভগবান শংকর নিজের হাতে বীণা পুস্তক এবং অক্ষমালা ধারণ করে রেখেছেন, যিনি একটি হাতে অভয় মুদ্রা তথা ঘন ও ঘোর মেঘের ন্যায় যার কণ্ঠপ্রদেশ সুশোভিত, যিনি শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ, যার কটি ভাগ নাগরাজ দ্বারা শোভিত, যিনি বটবৃক্ষের নিচে বিরাজমান তথা শুক আদি মুনিগণ এর দ্বারা সে ভীত সেই ভগবান শঙ্করের কাছে আমি প্রার্থনা করি ॥ ১৫ ॥

“বিষ্ণু ঋষিঃ । অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । দেবতা দক্ষিণাস্যঃ । মন্ত্রেণ ন্যাসঃ ।”

“তারং নমো ভগবতে তুভ্যং বটপদং ততঃ ।

মূলেতি পদমুচ্চার্য বাসিনে পদমুদ্বরেৎ ॥ ১৬ ॥”

“বাগীশায় ততঃ পঞ্চান্নহাজ্ঞানপদং ততঃ ।

দায়িনে পদমুচ্চার্য মায়িনে নম উদ্বরেৎ ॥ ১৭ ॥”

সরলার্থ : এই মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, অনুষ্টুপ ছন্দ, দক্ষিণামূর্তি দেবতা এটির দ্বারা ন্যাস করে সর্বপ্রথম তার অর্থাৎ 'ॐ' পুনঃ 'নমো ভগবতে তুভ্যং' তারপর 'বটমূল' পদ উচ্চারণ করে এরপর 'বাসিনে' পদ বলে 'বাগীশায়' বলবে, অতঃপর 'মহাজ্ঞান' এবং 'দায়িনে মায়িনে' পদ বলতে বলতে 'নমঃ' শব্দের উচ্চারণ করবে ॥ ১৬-১৭ ॥

[মন্ত্রটি এই প্রকার - 'ॐ নমো ভগবতে তুভ্যং বটমূলবাসিনে বাগীশায় মহাজ্ঞান দায়িনে মায়িনে নমঃ']

“আনুষ্টুভো মন্ত্ররাজঃ সর্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥”

সরলার্থ : সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে উত্তম আনুষ্টুভমন্ত্র মন্ত্ররাজ বলে কথিত ॥ ১৮ ॥

“ধ্যানম্ । মুদ্রাপুস্তকবহির্নাগবিলসদ্বাহং প্রসন্নাননং মুক্তাহারবিভূষণং শশিকলা ভাস্বৎকিরীটোজ্জ্বলম্ ।
অজ্ঞানাপহমাদিমাতিমগিরামর্থং ভবানীপতিং ন্যগ্রোধান্তনিবাসিনং পরগুরুং ধ্যায়াম্যভীষ্টাপ্তবে ॥ ১৯ ॥”

সরলার্থ :

ধ্যান ।

যার হাতে অভয় মুদ্রা, পুস্তক এবং অগ্নিতুল্য মহাভয়ঙ্কর সর্প দ্বারা সুশোভিত, যার মুখমণ্ডল প্রসন্নতায়
পরিপূর্ণ, মুক্তোর অলংকার দ্বারা সুশোভিত, চন্দ্রকলা দ্বারা মুকুট অধিক শোভা বর্ধন করছে, যিনি
অন্ধকাররূপী অজ্ঞানের বিনাশকারী, যাকে শব্দ দ্বারাও সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব, যিনি সকলের আদিপুরুষ
(পরমব্রহ্ম), বটবৃক্ষের নীচে নিবাসকারী সেই পরমেশ্বর শিবের আমি ধ্যান করি আমার অভিষ্টপ্রাপ্তির
উদ্দেশ্যে ॥ ১৯ ॥

“মৌনমুদ্রা । সোহহমিতি যাবদাস্তিতিঃ সা নিষ্ঠা ভবতি ॥ ২০ ॥”

সরলার্থ : মৌনমুদ্রা - "সেই পরমাত্মা(শিব) আমিই(আত্মা)" - এই ভাব পূর্ণ স্থিরতার সহিত মৃত্যু পর্যন্ত
এইভাবেই থাকবে, এটিকেই নিষ্ঠা বলে জানবে ॥ ২০ ॥

“তদভেদেন মন্ত্রাশ্চেডনং জ্ঞানসাধনম্ ॥ ২১ ॥”

“চিন্তে তদেকতানতা পরিকরঃ ॥ ২২ ॥”

“অঙ্গচেষ্টার্পণং বলিঃ ॥ ২৩ ॥”

“ত্রীণি ধামানি কালঃ ॥ ২৪ ॥”

“দ্বাদশান্তপদং স্থানমিতি ॥ ২৫ ॥”

সরলার্থ : এই মনুমন্ত্রকে পরমব্রহ্ম শিব থেকে অভিন্ন মান্য করে বারংবার উচ্চারণ করা অর্থাৎ নিরন্তর জপ করাকেই জ্ঞানের সাধন বলা হয় । সেই পরমাত্মা শিবের প্রতি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করাকেই 'উপকরণ সামগ্রী' বলা হয় ।

শরীর অঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে বারংবার নিয়ন্ত্রণ করে সেটি শিব আরাধনায় নিয়োজিত করাকেই 'বলি' বলা হয়।

(স্ব অবিদ্যা পদ, স্থূল তথা সূক্ষ্ম বীজের রূপে এটি) তিনধামই 'কাল' বলে পরিচিত। পরমাত্মা শিবকে প্রাপ্ত করবার স্থান হৃদয় বা সহস্রার হয়ে থাকে, সেইজন্য এটি দ্বাদশান্ত পদকেই স্থান বলে ॥ ২১-২৫ ॥

“তে হ পুনঃ শ্রদ্ধধানান্তং প্রত্যাচুঃ ।

কথং বাহস্যোদয়ঃ কিং স্বরূপম্ ॥ ২৬ ॥”

“স হোবাচ ।

বৈরাগ্যতৈলসম্পূর্ণে ভক্তিবর্তিসমন্বিতে ।

প্রবোধপূর্ণপাত্রে তু জ্ঞপ্তিদীপং বিলোকয়েৎ ॥ ২৭ ॥”

সরলার্থ : সেই শ্রদ্ধাবান ঋষিগণ মার্কেণ্ডেয় ঋষি কে পুনরায় প্রশ্ন করলেন কি প্রকারে এটি উদয় হয়ে থাকে ?

এটির স্বরূপ কি ?

এটির উপাসক কে ?

তিনি অর্থাৎ মার্কেণ্ডেয় ঋষি বললেন, বৈরাগ্যরূপী তেল দ্বারা পরিপূর্ণ, ভক্তিরূপী বর্তিকা (সলতে) দ্বারা যুক্ত জ্ঞানরূপী পাত্রতে ইতি(জ্ঞানের বিষয়রূপী) রূপী দীপিকা অর্থাৎ সর্বত্র সমান শিবসত্ত্বা কে নিজের রূপে দর্শন হয় ॥ ২৬-২৭ ॥

“মোহান্ধকারে নিঃসারে উদেতি স্বয়মেব হি বৈরাগ্যমরণিং কৃত্বা জ্ঞানং কৃত্বা তু চিত্রগুপ্তম্ ॥ ২৮ ॥”

“গাঢ়তামিন্দ্রসংশাত্ত্যৈ গুঢ়মর্থং নিবেদয়েৎ ।

মোহভানুজসংক্রান্তং বিবেকাখ্যং মৃকগুজম্ ॥ ২৯ ॥”

“তত্ত্বাবিচারপাশেন বদ্ধং দ্বৈতভয়াতুরম্ ।

উজ্জীবয়ন্তিজানন্দে স্বস্বরূপেণ সংস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥”

সরলার্থ : আত্মরূপী দীপ স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে । নিজের জ্ঞানরূপী দণ্ড তে বৈরাগ্যরূপী অরণী(দড়ি) তে মন্থন(চিন্তন) করে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে সমাপনের জন্য গূঢ় অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে জানার প্রয়াস করা উচিত।

সেই পরমতত্ত্বের দর্শন, নিরন্তর জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিপালন এবং চিন্তন দ্বারাই সম্ভব ।
পরমতত্ত্বের সম্পর্কে চিন্তা না করাকেই বলে পাশ(বন্ধনরূপী দড়ি), উক্ত পাশ -এ বেঁধে থাকা দ্বৈতবাদ দ্বারা ভীত, ব্যাকুল, মোহরূপী শনি অর্থাৎ মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া বিবেকরূপী মার্কাণ্ডেয়র পরমতত্ত্ব চিন্তা পুনরায় জীবনদান করে অর্থাৎ আত্ম তত্ত্বের বোধ করিয়ে পরমাত্মার পরম আনন্দ(নিজের স্বরূপ) তে স্থিত করে দেয় ॥ ২৮-২৯-৩০ ॥

“শেমুখী দক্ষিণা প্রোক্তা সা যস্যাতীক্ষণে মুখম্ ।
দক্ষিণাভিমুখঃ প্রোক্তঃ শিবোহসৌ ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥”
“সর্গাদিকালে ভগবান্ধিরিঞ্চিরূপাসৈনং সর্গসামর্থ্যমাপ্য ।

ভূতোষ চিত্তে বাঙ্স্তিতার্থং লব্ধ্ব ধন্যঃ সোহস্যোপাসকো ভবতি ধাতা ॥ ৩২ ॥”

সরলার্থ : ব্রহ্ম অর্থাৎ শিবকে প্রকাশিত করার তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধিকেই 'দক্ষিণা' বলে, সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের দ্বার কে 'মুখ' বলে । এই কারণে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ তাকেই 'দক্ষিণামুখ' নামক শিব বলে অভিহিত করেছেন। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা এনারই উপাসনা করেছিলেন । তার থেকে শক্তি প্রাপ্ত করে সৃষ্টির রচনা করে নিজের মনোরথ পূর্ণ করে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এই কারণে প্রজাপতি ব্রহ্মাই এই দক্ষিণামুখ শিবের উপাসক ॥ ৩১-৩২ ॥

“য ইমাং পরমরহস্যশিবতত্ত্ববিদ্যামধীতে স সর্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি ।

য এবং বেদ স কৈবল্যমনুভবনীতু্যপনিষৎ ॥ ৩৩ ॥”

॥ ইতি শ্রী দক্ষিণামূর্ত্তুপনিষৎসমাপ্ত ॥

সরলার্থ : যে ব্যক্তি এই শিবতত্ত্বরূপী গুপ্ত বিদ্যা পাঠ করেন সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে যান এবং এটিকে যত্নপূর্বক জ্ঞাত হয়ে তথা মনন ও চিন্তন করলে মোক্ষ প্রাপ্ত করেন, এই উপনিষদটি এই প্রকার ॥ ৩৩ ॥

॥ শ্রীদক্ষিণামূর্তি উপনিষদ সম্পূর্ণ হল ॥

॥ শিবঃ ॐ ॥

ॐ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্য করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমন্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

তমীশানং জগতঃ তত্ত্বষম্পতিং ধিয়ঞ্জিষ্মবসে হুমহে বযম্।
পৃষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদক্লঃ স্বভুযে ॥

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।
ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্তু ॥

॥ ॐ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ ॐ नमः शिवाय ॥



পরমেশ্বর দক্ষিণামূর্তি শিব

DM -JY1-2023

International Shiva Shakti Gyan Tirtha

২. শ্রীগুরু দক্ষিণামূর্তি শিবের পরমপবিত্র আখ্যান (সংহিতাত্মক স্কন্দপুরাণোক্ত):-

* প্রাচীনকালে এক উত্তম ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি বৈদিক মার্গের কার্য সমূহের অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে নিজ পাপ দহন করে নির্মল চিত্তধারী হয়েছিলেন। (তার কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে এবার নিচের দিকে)

সেই ব্রাহ্মণ ব্যক্তি জন্ম-মরণের এই বন্ধনের জন্য ভেবে ভেবে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওনার মধ্যে ক্রমশ এই ধারণার উদয় হল যে, এমন অনেক দেবতা আছেন যারা তাকে এই ভব সংসারের জন্ম মরণের বন্ধন হতে মুক্ত করতে সমর্থ, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত দেবতাগণের অতি তৎপরতার সহিত আরাধনায় রত হলেন। কিন্তু শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে ওই ব্রাহ্মণের মনে জ্ঞানের উদয় হল যে, ওই সকল দেবতাগণ স্বয়ং জন্ম-নাশ বন্ধনে আবদ্ধ, তারা তাকে কিভাবে এই ভববন্ধন হতে মুক্ত করবেন ?

অতএব, তিনি ওইসব দেবতাগণকে পরিত্যাগ করে, প্রভু ত্রিলোচন দক্ষিণামূর্তি শিবের শরণাপন্ন হলেন ॥ ৩২-৩৪

* ওই ব্রাহ্মণ প্রভু শিবের শরণাপন্ন হন এবং ভক্তিপূর্বক প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে যথাশক্তি নানাবিধ উপাচারে প্রভুর আরাধনা করলেন ॥ ৪৬

* ওই ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করলেন “হে দুঃখ নিবারক রুদ্র, আপনি আপনার দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমায় রক্ষা করুন” * — এইভাবে প্রার্থনাপূর্বক ভক্তিবশত ওই ব্রাহ্মণ বারংবার প্রভু পরমেশ্বর শিবের পূজা-অর্চনা করতে লাগলেন ॥ ৪৭

(*শ্বেতাস্বতর উপনিষদে(অধ্যায় ৪/২৯নং মন্ত্র) এই মন্ত্র ‘অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ধীরুঃ প্রপদ্যতে । রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥’

যেমন ‘অধীহি ভগবো ব্রহ্ম’ এই মন্ত্র গুরু হতে উপদেশ গ্রহণের প্রার্থনা রূপে প্রসিদ্ধ, তেমনই জ্ঞানার্থ শিবের শরণাগত ব্যক্তির জন্য এই প্রার্থনা খুবই উপযোগী। জ্ঞান প্রদানকারী প্রভুর এই স্বরূপকে দক্ষিণ বলা হয়। কিন্তু সদ্যোজাতাদি পঞ্চমুখের মধ্যে অযোর মুখই দক্ষিণাবর্তী, যোর সংসার হতে মুক্তির প্রার্থনা প্রভুর ‘অযোর’ স্বরূপে করা সম্ভব।)

* শ্রী দক্ষিণামূর্তি মহাদেব কৃপা পূর্বক ওই ব্রাহ্মণকে আত্মজ্ঞান(শিবজ্ঞান) প্রদান করেন এবং তার এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণকে সদা সর্বদার জন্য সমাপ্ত করে দেন ॥ ৪৮

* শুধু ব্রাহ্মণই নয়, এমন বহু জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ থাকা মুমুক্শু জীব পরমব্রহ্ম দক্ষিণামূর্তি শিবের কৃপায় অতি অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত করেছেন ॥ ৪৯

* আপনারা সকলে মহাদেবের সংসারবন্ধন মোচক মহানন্দস্বরূপ দক্ষিণামূর্তি(গুরুরূপের) শিবের ভজনা করুন। প্রভু শিবের সেবার মাধ্যমে সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০-৫১

॥ ইতি শ্রীস্কন্দমহাপুরাণে সূতসংহিতায় মুক্তিখণ্ডে মোচককথনম্ নামক চতুর্থ অধ্যায় ॥

গুরু পূর্ণিমার দিন পরমেশ্বরের এই দক্ষিণামূর্তি স্বরূপ অর্থাৎ গুরুরূপের ভজনা করার দিন বলেই সনাতন শৈবপরম্পরাতে মান্য ।

তাই পরমেশ্বরকে এই তিথিতে ভজনা করা প্রত্যেকের কর্তব্য ।

এছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দক্ষিণামূর্তি শিবের পূজা হয়ে থাকে।

[বিশেষ দৃষ্টব্য : বিষ্ণুদেব সহ সমস্ত দেবতার জন্মমৃত্যু রয়েছে, কিন্তু একমাত্র পরমেশ্বর শিবেরই জন্মমৃত্যু নেই, কারণ, তিনি স্বয়ং পরমসত্ত্বা পরমেশ্বর পরমব্রহ্ম। পরমতত্ত্বের কখনোই জন্ম হয়না, মৃত্যুও হয় না, একথার প্রমাণ রয়েছে “মৎস পুরাণের অন্তর্গত ১৫৪তম অধ্যায়ের ১৭৮নং শ্লোক থেকে ১৮৪নং শ্লোকের মধ্যে”]

বঙ্গানুবাদ — শ্রীঅভিষেক দত্ত শৈবজী

সংগ্রহে ও সম্পাদনায় — শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী

কপিরাইট ও প্রচারে — International Shiva Shakti Gyan Tirtha - ISSGT

ওঁ নমঃ শিবায় ॥

শ্রীগুরু দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥

শৈব সনাতন ধর্ম সदा বিজয়তে।

হর হর মহাদেব।

৩.শ্রীগুরু দক্ষিণামূর্তি শিবের স্তোত্র :-

এই সর্বপ্রথম শৈবশাস্ত্র থেকে দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র প্রকাশিত হল ISSGT (International Shiva Shakti Gyan Tirtha) - এর পক্ষ থেকে,

দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রটি সংগ্রহ ও সম্পাদন করেছেন শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী, বাংলা ভাষাতে লিখেছেন শ্রীমোমনাথ শৈবজী ।

দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র পাঠের ফল : এই স্তোত্র পাঠ করলে শিবকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ হয় । যারা পাঁচটি মুক্তির(মতান্তরে,চার) মধ্যে অন্তিম মুক্তি(কৈবল্য/নির্বাণ) পেতে চান অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে চান তারা অবশ্যই এই মহাশক্তিশালী দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করবেন ।

॥ ॐ নমঃ শিবায় ॥

প্রনমিতজটাবদ্ধং চন্দ্রেখাবতংসকম্ ।

নীলগ্রীবং শরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাভির্বিরাজিতম্ ॥ ১

গোক্ষীরধবলাকারং চন্দ্রবিশ্বসমাননম্ ।

সুম্মিতং সুপ্রসন্নং চ স্নাত্তত্বেকসংস্থিতম্ ॥ ২

গন্ধাধরং শিবং শান্তং লসৎকেয়ূরমণ্ডিতম্ ।

সর্বাভরণসংযুক্তং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩

বীরাসনে সমাসীনং বেদযজ্ঞোপবীতিনম্ ।

ভস্মধারাভিরামং তং নাগাভরণভূষিতম্ ॥ ৪

ব্যাসচর্মাস্বরং শুদ্ধং যোগপট্টাবৃতং শুভম্ ।

সর্বেষাং প্রাণিনামাত্মাজ্ঞানাপস্মারপৃষ্ঠতঃ ॥ ৫

বিন্যস্তচরণং সম্যগ্ জ্ঞানমুদ্রাধরং হরম্ ।

সববিজ্ঞানরত্নানং কোশভূতং সুপুস্তকম্ ॥ ৬

দধানং সর্বত্বাক্ষমালিকাং কুণ্ডিকামপি ।

স্বান্নভূতপরানন্দপরশক্ত্যধিবিগ্রহম্ ॥ ৭

ধর্মরূপবৃষোপেতং ধার্মিকৈর্বেদপারগৈঃ ।

মুনিভিঃ সংবৃতং মায়াবটমূলাশ্রিতং শুভম্ ॥ ৮

ঈশানং সর্বাবিদ্যানামীশ্বরেশ্বরমব্যয়ম্ ।

উৎপত্ত্যাদিবিনির্মুক্তংমোংকারকমলাসনম্ ॥ ৯

স্বান্নবিদ্যাপ্রদানেন সদা সংসারমোচকম্ ।

রুদ্রং পরমকারুণ্যৎসর্বপ্রাণিহিতে রতম্ ॥ ১০

উপাসকানাং সর্বেষামভীষ্টসকলপ্রদম্ ।

দক্ষিণামূর্তিদেবাখ্য জগৎসর্গাদিকারণম্ ॥ ১১

[তথ্যসূত্র - শ্রীস্কন্দমহাপুরাণ/সূতসংহিতা/মুক্তিখণ্ড/মোচককথনম নামক ৪নং অধ্যায়/৩৫-৪৫নং শ্লোক]

সরলার্থ —

* প্রভু শিবের প্রলম্বিত জটাছুট সুবিন্যস্ত। তাহার মস্তকে দ্বিতীয়ার চন্দ্রমা শোভা বর্ধন করছে। প্রভুর সর্বাঙ্গ শারদকালীন চন্দ্রের জ্যোম্মার ন্যায় শুভ্র বর্ণময় এবং কণ্ঠের মধ্যভাগ নীলিমাময় ॥ ১

* প্রভুর মুখমণ্ডলের আভা পূর্ণচন্দ্রের রশ্মিছটার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এবং গাভীর দুন্ধের ন্যায় শুভ্র ধবল বর্ণছটায় উদ্ভাসিত ও প্রসন্নতাপূর্বক সদা স্মিত হাস্যময়। প্রভু তার স্বরূপে বিদ্যমান রয়েছেন ॥ ২

* প্রভু শিব গজাকে নিজ জটার মধ্যে আশ্রয় প্রদান করেছেন। শান্তমূর্তি প্রভুর বাহুদ্বয় বাজুবন্ধনী দ্বারা অনঙ্কত তথা নানানঙ্কারে প্রভুর সর্বাঙ্গ বিভূষিত। প্রভু সমস্ত উত্তম লক্ষণযুক্ত ॥ ৩

* মহাদেব বীরাসনে বিরাজমান, বেদসংমত যজ্ঞোপবীতধারী, ভস্ম ত্রিপুন্ড্রধারী নাগভূষণে প্রভু স্নায়ং সুশোভিত ॥ ৪

* ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত্তা, এবং ইহা দ্বারা প্রভুর যোগপট্ট নির্মিত। প্রভুর নিকটস্থ সকল বস্তু, প্রাণী শুদ্ধ ও শুভ। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে যে আত্ম অজ্ঞানতা বিদ্যমান রয়েছে, তাহা আপন্মার রূপে প্রভুর চরণতলে অবস্থান করছে, এবং তার পৃষ্ঠভাগে প্রভু তার শ্রীচরণ স্পর্শ করেছেন। প্রভুর প্রথম হস্ত জ্ঞানমুদ্রায়

স্থিত, দ্বিতীয় হস্তে সমগ্র জ্ঞানের কোশভূত পুস্তক বিদ্যমান, তৃতীয় হস্ত সর্ব তত্ত্ব স্বরূপ রূদ্রাক্ষমাল্যে সুশোভিত, এবং চতুর্থ হস্তে অমৃতকমল ধারণ করে রয়েছেন ॥ ৫-৬

* প্রভু শিবের অভিন্ন পরমানন্দ স্বরূপ পরাশক্তি তার অর্ধাঙ্গে বিরাজমান ॥ ৭

* ধর্মরূপী বৃষভ নন্দী প্রভুর সন্নিবন্ধে অবস্থান করছেন। মায়া স্বরূপ বটবৃক্ষের মূলে স্থিত প্রভুর চারিধারে ধার্মিক এবং বেদজ্ঞ মুনি ঋষিগণ উপবেশিত ॥ ৮

* প্রভু শিবই সমস্ত বিদ্যার স্বামী। তিনি শাসকেরও নিয়ন্তা, অপরিবর্তনীয়। জন্মাদি-ভাববিকার হতে প্রভু স্পর্শ রহিত।

* ॐকার স্বরূপ কমলাসনে তিনি বিরাজমান ॥ ৯

* প্রভু সদাশিব নিজ শিবস্বরূপের পরিজ্ঞান দ্বারা সদা এ সংসার হতে মুক্ত। পরম করুণাবশত প্রভু প্রাণীদের হিতের জন্য সদা তৎপর, সমস্ত প্রাণীদের দুঃখ হরণ করেন ॥ ১০

* সমস্ত উপাসকগণের সকল অর্জীষ্ট সম্পদ প্রদান করেন তিনি। সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের কারণভূত মহাদেবকেই দক্ষিণামূর্তি নামে সম্বোধন করা হয়। (তত্ত্বজ্ঞানকে দক্ষিণা বলা হয়, ‘শোমুখী দক্ষিণা প্রোক্তা’ এরকম দক্ষিণামূর্তি উপনিষদে বলা রয়েছে। যে রূপ ধারণ করে প্রভু তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন সেই রূপকে দক্ষিণামূর্তি নামে অভিহিত করা হয়।) ॥ ১১

[স্তোত্র পাঠের পর শিব নামের ধ্বনি দিন , “হর হর মহাদেব” ধ্বনি দিন]

কপিরাইট ও প্রচারে - International Shiva Shakti Gyan Tirtha -ISSGT

শৈব সনাতন ধর্ম সদা বিজয়তে

হর হর মহাদেব

© NandiNath Shaiva . 2024 All Rights Reserved <https://issgt100.blogspot.com>

-सम्पूर्ण-

॥ শিবঃ ॐ তৎ সৎ ॥

To Visit Our Blog Scan This QR Code



Visit Our Page – INTERNATIONAL SHIVA SHAKTI GAYAN TIRTHA – ISSGT

Visit Our Blog – <https://issgt100.blogspot.com>

<https://shaivadharmawordpress.com>